গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নৌপরিবহন মন্ত্রণায়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা সফরকালে প্রদত্ত নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

১। বিআইডব্লিউটিএঃ

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০১	নেত্রকোনা জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন (মগড়া, কংস-সহ ভরাট হওয়া নদীগুলো ড্রেজিং করা)	১৬-০২-২০১০ নেত্রকোনা জেলা সফরকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে নেত্রকোনা জেলার কংস নদীভূক্ত গাগলাজোড়-মোহনগঞ্জ নৌপথের ৫৮.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ৩১-১২-২০১৫ হতে ড্রেজিং চলছে। ৩০-০১-২০১৮ ইং পর্যন্ত ২৯.২০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ শেষ হয়েছে। আশা করা যায় আগামী ৩০-০৬-২০১৮ তারিখের মধ্যে কাজটি শেষ হবে। নেত্রকোনা জেলার মগড়া নদীভুক্ত দিলালপুর-চামড়াঘাট-নিকলী-নেত্রকোনা নৌ-পথের ৩৮.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গত ২১-০৪-২০১৫ হতে ড্রেজিং কাজ শুরু হয়েছে। ৩০-০১-২০১৮ ইং পর্যন্ত ২০.৭৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ শেষ হয়েছে। আশা করা যায় আগামী ২০-০৪-২০১৮ সালে কাজ শেষ হবে।	৫৫%	চলমান
০২	কুড়িগ্রাম জেলার নদীগুলো ড্রেজিং করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনা হবে।	১৫-১০-২০১৫ কুড়িগ্রাম জেলা সফরকালে	কুড়িগ্রাম জেলার ধরলা ও দুধকুমার নদী ড্রেজিং এর লক্ষ্যে একটি প্রকল্পে উক্ত নদী দুটি অন্তর্ভূক্ত করে অনুমোদনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প অনুমোদিত হলে ধরলা ও দুধকুমার নদী খনন কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। অবশিষ্ট নদীগুলোর মধ্যে বিআইডব্লিউটিএর আওতাধীন নদীগুলো খননের ফিজিবিলিটি স্টাডি কাজ চলছে।	প্রকল্প এখনো অনুমোদন হয়নি।	চলমান
০৩	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের পায়রা সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হবে;	০৭-০৯-২০১৬ ও কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলা সফরকালে	কুড়িগ্রাম জেলার ধরলা ও দুধকুমার নদী ড্রেজিং এর লক্ষ্যে একটি প্রকল্পে উক্ত নদী দুটি অন্তর্ভূক্ত করে অনুমোদনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প অনুমোদিত হলে ধরলা ও দুধকুমার নদী খনন কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। অবশিষ্ট নদীগুলোর মধ্যে বিআইডব্লিউটিএর আওতাধীন নদীগুলো খননের ফিজিবিলিটি স্টাডি কাজ চলছে।	প্রকল্প এখনো অনুমোদন হয়নি।	চলমান

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০৪	কুড়িগ্রাম জেলার চিলামারী নদী বন্দরের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে।	০৭-০৯-২০১৬ ও কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলা সফরকালে	চিলমারী নদী বন্দরের পুরানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চিলমারী নদী বন্দর ঘোষনার গেজেট নোটিফিকেশন জারী হয়েছে। মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী গত ২৩/০৯/২০১৬ ইং তারিখে চিলমারী নদী বন্দরের শুভ উদ্বোধন করেন এবং ০৮/১২/২০১৬ তারিখ সরকার কর্তৃক চিলমারী নদী বন্দরের গেজেট নোটিফিকেশন জারী করেন। বন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের সমীক্ষার পর প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে পুনঃগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৮/০১/২০১৮ মন্ত্রণালয়ে এতদ বিষয়ে যাচাই কমিটির সভা হয়। সভার নির্দেশনা অনুসারে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	প্রকল্প এখনো অনুমোদন হয়নি।	চলমান
৫	বেসরকারী উদ্যোগে নারায়নগঞ্জে নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।	২০/০৩/২০১১ ও নারায়রগঞ্জ জেলা সফরকালে	অত্র সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত ``Construction and Operation of Inland Container Terminal (ICT) at Khanpur`` শীর্ষক প্রকল্পটি ১৪ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি (CCEA) কর্তৃক পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ/পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়নের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন লাভ করেছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটি চচচ এর পরিবর্তে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "বিআইডব্লিউটিএ'র খাঁনপুর আইসিটি এন্ড বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ"-শিরোনামে সর্বমোট ৪১৫০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিক ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রকল্প এখনো অনুমোদন হয়নি।	চলমান

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
৫(ক)	বেসরকারী উদ্যোগে নারায়নগঞ্জে নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।	২০/০৩/২০১১ ও নারায়রগঞ্জ জেলা সফরকালে	নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন নরসিংদী জেলার পলাশ থানার কাজৈর ও কাজীর চর মৌজায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে এ কে খান কোঃ লিঃ, প্রতিষ্ঠানটির আবেদনের প্রেক্ষিতে নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে ওয়্যার হাউজ, ইয়ার্ড নির্মাণের এবং তীরভূমিতে বেসিন তৈরি করে জেটি নির্মান, পন্টুন স্থাপন ও তীরভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং গত ১২ জানুয়ারী' ২০১৪ ইং তারিখ চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত তথ্যমতে প্রকল্পটির সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ (১) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (Project Management) এবং কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জাপানের Oriental Consultant Co. Ltd.এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। উক্ত চুক্তির আওতায় সকল ধরনের কারিগরি সহায়তা পাওয়া যাবে। এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকল্পটির অবস্থানগত ছাড়পত্র দিয়েছে। (২) নদীর তীরে (foreshore) ব্যবহারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে BIWTA এর সাথে ২.৩৮ একর নদীর তীর (foreshore) ব্যবহারের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জেটি নির্মানের কাজ শুরু হবে। (৩) বন্দর পরিচালনার লক্ষ্যে Portek Port Holdings Private Ltd এর সাথে MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে মর্মে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ হতে জানানো হয়েছে। (৪) প্রকল্প স্থানে একটি বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল AKKEZ(A.K.Khan Economics Zone) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, যা BEZA(Bangladesh Economic Zone Authority) কর্তৃক অনুমোদিত। বিগত ২৮/০২/২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন,তার মধ্যে A.K.Khan Inland Container Terminal টিও অর্থনৈতিক অঞ্চলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবে মর্মে BEZA কর্তৃক সম্মতি দিয়েছেন বলে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সে অনুযায়ী AKKCT এর Master Plan প্রনয়ণ করা হচ্ছে।	প্রকল্প এখনো অনুমোদন হয়নি।	চলমান

২। বিআইডব্লিউটিসিঃ

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০১	চাঁদপুর-শরীয়তপুর ফেরী সার্ভিসে রো রো ফেরী সংযোজন করা হবে।	২৭-০৪-২০১০ চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন।	• আলোচ্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নার্থে চাদঁপুর-শরিয়তপুর রুটের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি রো রো ফেরী এবং এতদ্‌সাথে ১টি রো রো পন্টুন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। • রো রো পন্টুন নির্মাণ সম্পন্ন ঃ জুন,২০১৪ রো রো ফেরি (ভাষা সৈনিক ডাঃ গোলাম মাওলা) নির্মাণ সম্পন্ন ঃ জুন, ২০১৫ • নির্মাণ ব্যয় রো রো ফেরি ঃ ২৪৬৮.৬৭ লক্ষ টাকা। রো রো পন্টুন ঃ ৩১৮.৬৫ লক্ষ টাকা। • শিপইয়ার্ডের নাম ঃ রো রো ফেরি ঃ নিউ ওয়েস্টার্ন মেরিণ শিপবিল্ডার্স লিঃ রো রো পন্টুন ঃ মেসার্স কুমিল্লা শিপবিল্ডার্স লিঃ।	১০০%	সংশ্লিষ্ট রুটে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক রো রো ফেরীঘাট নির্মাণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিআডব্লিউটিএ'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ঘাট দু'টি রো রো ফেরী চলাচল উপযোগী হলে এবং প্রয়োজনীয় নাব্যত্য নিশ্চিত সাপেক্ষে উক্ত রুটে রো রো ফেরী ও পন্টুন স্থাপন এবং পরিচালনা করা হবে।

৩। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০১।	সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	২৩-০৭-২০১০ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা	২০৩৯.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ''ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৯৭৩.৯৮ বর্গমিটার ওয়্যারহাউজ, ৪৪২৫৯.৯৮ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন, ২২৬৪৩.৯১ বর্গমিটার ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ৬৬৩৭.২৬ বর্গমিটার রাসস্থা, ১২৫৭.৪৪ রানিং মিটার বাউন্ডারী ওয়াল, ১০১৪.৪১ বর্গমিটার অফিস বিল্ডিং, ৯১৯.১২ বর্গমিটার ব্যারাক ও ডরমিটারী ভবন, ৬৫০.১৪ রানিং মিটার আরসিসি ড্রেন, ১০০ মে.টন ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েব্রীজ স্কেল, ওয়াচ টাওয়ার, ওয়াটার সাপ্লাই, বিদ্যুতায়ন, টয়লেট কমপ্লেক্স, ওয়েইং স্কেল ইত্যাদি।	১০০%	প্রকল্পটি ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।